দর্শনা কেরু চিনিকলের অভ্যন্তরীণ সড়কগুলো খানা- খন্দে পরিণত

দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি চিনিকলের অভ্যন্তরীণ সড়কগুলো বর্তমানে বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। সড়কজুড়ে পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় খানাখন্দ সৃষ্টি হওয়ায় শ্রমিক, কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের চলাচলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

দর্শনা-মুজিবনগর মহাসড়ক থেকে কেরু চিনিকলের প্রধান গেট হয়ে ২ নম্বর বাংলো, মেইন গেট থেকে হাসপাতাল সড়ক, জেনারেল অফিসের সামনে থেকে বাজার মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব লোহার গেট এবং ক্লাব সংলগ্ন সড়কসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় একই অবস্থা দেখা গেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিটি সড়কে পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। এতে চিনিকলের ভেতরে চলাচলকারী ট্রাক্টর, ট্রাক, জিপসহ বাইরের থেকে চিনি নিতে আসা যানবাহনগুলো ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে।

আগামী আখ মাড়াই মৌসুম শুরুর আগেই সড়কগুলো জরুরি ভিত্তিতে সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন শ্রমিক ও স্থানীয়রা।

এ বিষয়ে কেরু অ্যান্ড কোম্পানি চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, “বিষয়টি দর্শনা পৌরসভাকে জানানো হবে। পাশাপাশি আমরা দ্রুত সড়কগুলো সংস্কারের চেষ্টা করবো।”

কুষ্টিয়া বন্ধ চিনিকলে নষ্ট হচ্ছে শত কোটির যন্ত্রপাতি

কুষ্টিয়া সুগার মিলের যাত্রা ১৯৬৫-৬৬ অর্থবছরে। শুরুর পর কয়েক বছর লাভের মুখ দেখলেও নব্বই দশকের পর থেকে ধারাবাহিক লোকসানের কবলে পড়ে মিলটি।

দীর্ঘ সময় পাহাড়সম লোকসানের বোঝা নিয়ে সচল রাখার চেষ্টা করা হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। সর্বশেষ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৭ কোটি ৫৬ লাখ টাকা লোকসান গুনে আনুষ্ঠানিকভাবে মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ করে প্রতিষ্ঠানটি।

এদিকে দীর্ঘ চার বছর ধরে মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ থাকায় মিলের প্রায় ১০০ কোটি টাকার যন্ত্রাংশ এখন অযত্ন-অবহেলায় মরিচা ধরে নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া চিনি উৎপাদন শূন্যের কোঠায় নামলেও বর্তমানে কর্মরত ৭৫ কর্মকর্তা-কর্মচারীর পেছনে প্রতি মাসে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ২৫ লাখ টাকা।

জানা যায়, শুরুতে লাভজনক হলেও নব্বই দশকের পর থেকেই মূলত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ এবং সীমাহীন দুর্নীতির কবলে পড়ে প্রতিষ্ঠানটি। বন্ধের সময় এর মোট পুঞ্জীভূত লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০৬ কোটি ৫ লাখ টাকা।

মিলটির মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও বর্তমানে ৭৫ কর্মকর্তা- কর্মচারী কর্মরত। কাজ না থাকায় অধিকাংশ সময় তারা খোশগল্পে মগ্ন থাকেন। ইচ্ছামতো অফিসে আসা-যাওয়া করেন। তাদের পেছনে প্রতি মাসে সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় ২৫ লাখ টাকা। বর্তমানে মিলের একমাত্র সক্রিয় কাজ হলো ২২০ একর জায়গার মধ্যে কিছু জমি ও পুকুর লিজ দেওয়া, যা থেকে বছরে আয় মাত্র ২৭ লাখ টাকা।

কুষ্টিয়া সুগার মিলে দীর্ঘদিন ধরে ২০২ শ্রমিক-কর্মচারীর প্রায় ২৩ কোটি ৪৮ লাখ টাকা বকেয়া। মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার পর থেকেই এই বিপুল পরিমাণ পাওনা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন তারা।

অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস জানান, মিল বন্ধের সময় ২৬২ জনের প্রায় ২১ কোটি টাকা বকেয়া ছিল। ২০২৫ সাল পর্যন্ত আরও ১০০ শ্রমিকের প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা বকেয়া। অর্থের অভাবে শ্রমিকরা সুচিকিৎসা করাতে পারছেন না এবং সন্তানদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত থমকে গেছে। ফলে দ্রুত বকেয়া পরিশোধ ও মিল চালুর দাবি জানান তিনি।

দীর্ঘদিন ধরে মিলটি বন্ধ থাকায় প্রায় ১০০ কোটি টাকার মূল্যবান যন্ত্রাংশ এখন নষ্ট হওয়ার পথে। বছরের পর বছর অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকা এসব যন্ত্রপাতিতে মরিচা ধরার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এদিকে, ২০২১ সালের ৩ জুন মিলের গোডাউন থেকে ৫২ দশমিক ৭ টন চিনি ‘রহস্যজনকভাবে’ গায়েবের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্টোরকিপার ফরিদুল হকসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মামলা করে। মামলার অন্য আসামিরা হলেন- তৎকালীন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আল-আমীন ও সর্দার বশির উদ্দিন। বন্ধ চিনিকলের গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ চিনি গায়েবের ঘটনা সে সময় দেশব্যাপী ব্যাপক আলোচিত হয়।

কুষ্টিয়া রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হামিদুল ইসলাম জানান, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তেল-গ্রিজ দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ না করলে যন্ত্রপাতির ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ নষ্ট হতে পারে। মিলের আশপাশ অঞ্চলের চাষিরা আখ চাষে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

কৃষকদের দাবি, সরকারিভাবে যে বীজ দেওয়া হয় তা উচ্চফলনশীল নয় এবং ফসল ঘরে তুলতে ১৮ মাস সময় লাগে, যেখানে অন্যান্য ফসল বছরে তিনবার হয়।

সুগার মিল এলাকার আখ চাষি মনিরুজ্জামান আতু জানান, এবার পাঁচ চাষি সুগার মিলের প্রায় ২০ একর জমি লিজ নিয়ে আখ চাষ করছেন। নানা সংকট এবং চ্যালেঞ্জের কারণে চাষিরা দিন দিন আখ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, “আখ চাষিদের সরকারিভাবে যে প্রণোদনা দেওয়া হয়, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আবার যে প্রণোদনা আসে সেটিও হাতেগোনা কয়েকজন পান। এছাড়া সরকারিভাবে যে বীজ দেওয়া হয়, সেটিও উচ্চ ফলনশীল জাতের নয়। যে কারণে বিঘাপ্রতি ফলন অত্যন্ত কম। আখ চাষ করে ফসল ঘরে তুলতে ১২ থেকে ১৮ মাস পর্যন্ত সময় লাগে। অথচ অন্য ফসলের ক্ষেত্রে বছরে তিনটি ফসল করা যায়।”

কুষ্টিয়া সুগার মিল আধুনিকায়ন ও রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু মনি সাকলায়েন এলিন বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে মিলটি চালুর বিষয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করছি। সরকারের কাছে জোর দাবি, অবিলম্বে কুষ্টিয়া সুগার মিল চালুর বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে।”

তিনি আরও বলেন, “আখ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জমির সংকট রয়েছে। কেননা, আখ চাষে প্রায় এক থেকে দেড় বছর সময় লাগে। আর আখ চাষের ক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা চাষিরা তেমন পান না।”

চিনিকলটি পুনরায় চালুর বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সদস্য সচিব

প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার বলেন, “মিলটি পুনরায় চালুর জন্য বর্তমান সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। মিলটি চালু করতে হলে মাড়াই মৌসুমে প্রায় ৬০ থেকে ৮০ হাজার মেট্রিক টন আখ লাগবে। তবে সনাতনী পদ্ধতিতে চাষ করলে বছরে প্রায় ৪০ হাজার মেট্রিক টনের বেশি আখ উৎপাদন হবে না। সেজন্য উচ্চ ফলনশীল জাতের আখ চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছি।”

তিনি বলেন, “যদি উচ্চ ফলনশীল জাতের আখ চাষ করতে পারি তাহলে দুই হাজার একর জমিতেই বছরে প্রায় এক লাখ ২০ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন সম্ভব হবে। আশার কথা, চলতি বছর অনেক কৃষকই পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল জাতের আখ চাষ শুরু করেছেন।”

কুষ্টিয়া সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুমা আক্তার জানান, কুষ্টিয়াসহ ছয়টি সুগার মিল কবে নাগাদ চালু হতে পারে, সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। এছাড়া যন্ত্রপাতি কতটুকু কার্যক্ষম তা যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া বলা সম্ভব নয়। তবে মিলটি চালুর বিষয়ে আমরা আশাবাদী।

দর্শনা কেরু চিনিকল স্মরণকালের রেকর্ড ভেঙ্গে প্রায় ১৩০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন

চুয়াডাঙ্গা জেলার একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরুজ চিনিকল। এবার ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের স্মরণকালের রেকর্ড ভেঙ্গে প্রায় ১৩০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছে।

বিগত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সরকারকে ১৪০ কোটি টাকা রাজস্ব দিয়েও ১৩০ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে স্বরণকালের রেকর্ড ভেঙ্গেছে চিনিকলটি।কেরু এ্যাড কোম্পনীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক এফসিএমএ রাব্বিক হাসান জানান, গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর যোগদানের পর থেকেই আমি শ্রমিক কর্মচারী ও কৃষকদের পাশে থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করে

[redacted]

[redacted]

অনুষ্ঠান শেষে কেরু জামে মসজিদের পেশ ইমাম শামসুজ্জোহা আজাদী সুষ্ঠুভাবে রোপণ মৌসুম সম্পন্ন হওয়ায় মহান আল্লাহর নিকট বিশেষ দোয়া প্রার্থনা করেন।

কেরুজ চিনিকলের কৃষি খামারের জমি লিজ

বাড়তি আয়ের আশায় কেরুজ চিনিকল কর্তৃপক্ষ ৮টি কৃষি খামারের ৫৪৪ একর জমি লিজ দিয়েছেন। একর প্রতি যার গড় মূল্য দাড়িয়েছে ২২ হাজার ৬৪৫ টাকা।

গত বছর যার গড় মূল্য ছিলো ৩৪ হাজার ৯২৭ টাকা। এ বছর একর প্রতি গড় মূল্য কমেছে ১২ হাজার ২৮২ টাকা। এতে মোট টাকার পরিমাণ গত বছরের তুলনায় কম হয়েছে ৪৩ লাখ ৪৬ হাজার ৬৪৫ টাকা। গত বছর যারা কুমড়ার চাষ করে আর্থীক ভাবে চরম লোকশান করেছেন তারা এ বছর কুমড়ার চাষ করতেও সাহস পাচ্ছেনা। এ ঘাটতির দায়-ভার কে বহন করবে ? কেরুজ চিনিকল কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর বাড়তি আয়ের লক্ষে ৫ মাসের জন্য কুমড়া সহ স্বল্প মেয়াদি চাষাবাদের শর্ত সাপেক্ষে জমি লিজ দিয়ে থাকেন। সে লক্ষে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে চিনিকলের আওতাধীন ৮টি কৃষি খামারের ৫৪৪ একর জমি লিজ দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

যার মূল্য দাড়িয়েছে ১ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার ৩৫৫ টাকা। যার মধ্যে দেয়া হয়েছে ফুরশেদপুর ৭৫ একর জমি ১৯ লাখ ৬১ হাজার ৫০ টাকা। বেগমপুর ৮৭ একর ২৩ লাখ ৩৪ হাজার ৬৮০ টাকা। আড়িয়া ১৩৩ একর ৩০ লাখ ৯৯ হাজার ৩৮০ টাকা। ঝাঝরি ৭২ একর ১৯ লাখ ৫৮ হাজার ৪৯০ টাকা। হিজলগাড়ী ৪২ একর ১০ লাখ ৫১ হাজার ২৯০ টাকা। ফুলবাড়ি ৫৪ একর ১২ লাখ ৪ হাজার ৩৯০ টাকা। ডিহিকৃষ্ণপুর ৪৮ একর ১১ লাখ ৯২ হাজার ৭৪০ টাকা ও ছয়ঘরিয়া কৃষি খামারের ৩৩ একর জমি ৫ লাখ ৯৬ হাজার ৭৯৫ টাকায় লিজ দেয়া হয়েছে। একর প্রতি যার গড় মূল্য দাড়িয়েছে ২২ হাজার ৬৪৫ টাকা করে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৮টি কৃষি খামারের ৪৭৭ একর জমি কর্তৃপক্ষ লিজ দিয়েছিলো ১ কোটি ৬৬ লাখ ৬৬ হাজার টাকায়। যা ছিলো একর প্রতি যার গড় মূল্য ৩৪ হাজার ৯২৭ টাকা। গত অর্থ বছরের

তুলনায় এ বছর যেমন ৬৭ একর জমি লিজ বেশি দেয়া হয়েছে সে হিসাবে মূল্য পায়নি।

গত বছরের তুলনায় একর প্রতি গড় মূল্য কম হয়েছে ১২ হাজার ২৮২ টাকা। টাকার পরিমানে যার মূল্য দাড়িয়েছে ৪৩ লাখ ৪৬ হাজার ৬৪৫ টাকা কম। চিনিকল সূত্রে জানাগেছে, জমি লিজের প্রথম টেন্ডারে কর্তৃপক্ষ গত বছরের ন্যায় দাম না পাওয়ায় লিজ বাতিল করে দ্বিতীয় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। তাতেও লাভ হয়নি কর্তৃপক্ষের। নিয়ম অনুযায়ি তৃতীয় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেয়ার কথা থাকলেও তা না করে মূল্য আরও কমে যাওয়ার আশঙ্কায় ৮টি কৃষি খামারের ৫৪৪ একর জমি লিজ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে মোতাবেক লিজ প্রদানও করা হয়।

লিজ গ্রহীতারা জমি লিজ নিয়ে অনেকেই চাষাবাদ করা শুরু করেছেন। এদিকে একটি সূত্র জানিয়েছে গত বছর যারাই কুমড়ার চাষ করেছেন প্রত্যেকে মোটা অংকের টাকার লোকশান গুনেছেন। কারণ কুমড়ার চাষটি সম্পূর্ণ প্রকৃতির আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে যে তাপমাত্রা বিরাজ করছে তা কুমড়া চাষের একেবারেই অনুকূলে না। জমি লিজ, চাষাবাদ, কুমড়ার বীজের মূল্য, সার, কিটনাশক এবং সেচ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার পরই তার পর ফলন্ত কুমড়া। এরপর রয়েছে বাজার দর। কোন কারণে এদিক সেদিক হলে সর্বনাশ হবে লিজ গ্রহীতাদের। গত বারের মত এবারো পথে বসতে হতেও পারে চাষিদের। তাই ঝুকিপূর্ণ কুমড়ার এ চাষে খুব হিসাব নিকাশ করে করতে হয় চাষিদের। আর ভাগ্য ভালো হলে তো লোকসানের পরিবর্তে লাভের মুখ দেখবে। কুমড়ার চাষটি সম্পূর্ণটায় প্রাকৃতিক নির্ভরশীল। লাভ যেমন আছে লোকশানের ঝুকিও অনেক বেশি। এদিকে লিজের সমুদয় টাকা কর্তৃপক্ষ পেয়েছে কি না তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। তবে টাকা পরিশোধ না পেয়ে চাষাবাদ এবং লোকশান হলে অনাদায়ি টাকা আদায় করা কর্তৃপক্ষের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য হবে বলে সচেতন মহল মনে করছেন।

এ বিষয়ে কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন গতবারের তুলনায় এবার ৪৩ লাখ ৪৬ হাজার ৬৪৫ টাকা নয়, তবে কম হয়েছে ১৫/১৬ লাখ টাকা। যা সময়ের পরিস্থিতির কারণেই লিজ দিতে হয়েছে আমাদের। যেহেতু দিন পেরিয়ে যাচ্ছিলো। বেশী সময় পেরিয়ে গেলো জমি লিজ দেয়াটা সম্ভবকর ছিলোনা।

দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী চিনিকলের ২০২৩-২৪ আখ মাড়াইয়ের শুভ উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী চিনিকলের এ মৌসুমে আখ মাড়াই উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪টায় দেশের সবচেয়ে বড় চিনিকল কমপ্লেক্সের ডোঙায় আখ ফেলে মাড়াই মৌসুমের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শেখ শোয়েবুল আলম এনডিসি।

মাড়াই মৌসুমের উদ্বোধন উপলক্ষে দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী চিনিকল কমপ্লেক্সের আয়োজনে কেইন কেরিয়ার প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের সচিব চৌধুরী রুহুল আমিন কায়সারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানী কমপ্লেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন। কেরু জামে মসজিদের পেশ ইমাম সামসুজোহা দোয়া পরিচালনা করেন।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল) আতাউর রহমান খান, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড.কিসিঞ্জার চাকমা, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, পুলিশ সুপার আর.এম.ফয়জুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোখসানা মিতা, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, কেরু চিনিকল কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ,সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী,সাবেক সাধারন সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পিন্স, এবং আখচাষী কল্যান সংস্থার সভাপতি আব্দুর হান্নান, আব্দুল বারি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন,সহ-সভাপতি মফিজুল ইসলাম, সহ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ইকবাল হোসেন।

অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ আখ উৎপাদনকারী আমচাষী শামীম হোসেনকে পুরস্কৃত করার পর দোয়া মাহফিলের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষে হয়।

চিনিকল কর্তৃপক্ষের তথ্য মতে, ২০২৩-২৪ চলতি মৌসুমে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর নিজস্ব জমিতে দণ্ডায়মান আখ আছে ১ হাজার ১৫৩ একর এবং সাধারন চাষীদের রয়েছে ২ হাজার ৬৪৯ একর আখ। এ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৫০ থেকে ৫৫ মাড়াই কার্য দিবসে ৬৫ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার মেট্রিকটন চিনি উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। চিনি আহরণ ৬ দশমিক ২০ ভাগ হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানী চিনিকল কমপ্লেক্স একটি ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম চিনি কল। তবে উপজাত হিসেবে এই কারখানা থেকে মদ উৎপাদিত হয়ে থাকে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি সর্বোচ্চ মদ বিক্রির রেকর্ড করেছে। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্যগুলো হলো চিনি, মদ, জৈব সার, চিটাগুড় ও মণ্ড। এই শিল্প কমপ্লেক্স দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত লোকসান গুনে আসছিল। সরকারিভাবে চিনির মুল্য বৃদ্ধির কারণে কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রায় ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি নতুন নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন করে মিলটিতে আধুনিকায়নের কাজ চলছে। লোকসান কমানোর জন্য নেওয়া হয়েছে নানা মুখী পদক্ষেপ।

এ অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর জি এম কুষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া।

দর্শনা কেরুজ চিনিকল ও কৃষি খামার আখ রোপনের উদ্ধোধন

দর্শনা কেরুজ চিনিকল পরিদর্শন ও কৃষি খামারে পীট পদ্ধতি আখ রোপন,আখচাষীদের সাথে মতবিনিময় ও রোপন মৌসুমের শুভ উদ্ধোধন করেন।

গতকাল শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশনের নবাগত চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) কেরুর কৃষি খামার পরিদর্শন করেছেন।

চিনিকল সুত্রে জানাযায় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশনের নবাগত চেয়ারম্যান শেখ সোয়েবুল আলম এন ডিসি সপ্তাহ তিনেক আগে এ দায়িত্বে নিয়োজিত হন। অন্য মিলে যাওয়ার আগেই তিনি গতকাল শনিবার সকালে কেরু চিনিকল কারখানা ও ডিষ্টিলারী ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে খোজ খবর নেন। কেরু মিল পরিদর্শন শেষে দুপুরে কেরুর কৃষি খামার পরিদর্শন করেন। প্রথমেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্রপর গ্রামের আখ চাষী আব্দুল হান্নানের জমিতে আখ রোপন করেন।

পরে জীবননগর উপজেলার উথলী ইউনিয়ের মিলস গেট উথলীর ৫নং ইউনিটের সিডিএ সাকী মাহমুদের তত্ত্বাবধানে আফজালুল হক ধীরু,শামীম হোসেন,শওকত,কাওসার, রাশিদুল, আমির,ছমির ও আখ চাষী হাবিবুরের জমিতে ১৮ একর আখ রোপন মৌসুমের উদ্ধোধন করেন। আখ রোপন শেষে দোয়া মাহফিল অনুষ্টিত হয়।
আখ রোপন শেষে কেরুর ডিহিকৃষ্ণপুর কৃষি খামারে সুগার প্লান্টে আখ রোপন,পিট পদ্ধতিতে আখ রোপন দেখেন ও মিলজোন এলাকার দুজন চাষীর জমিতে আখ রোপনের উদ্বোধন করেন। তার আগে উথলি একজন আখচাষীর জমিতে আখ রোপন করেন ও স্হানীয় চাষীদের সাথে এক মত বিনিময় সভা করেন।

কেরুর এম ডি মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অথিতির বক্তব্যে কর্পোরেশন চেয়ারম্যান শেখ শোয়েবুল আলম এনডিসি চাষীদের উদ্দেশ্যে বলেন সরকার অখের দাম এ মৌসুমে প্রতিমন ২২০ টাকা বাড়িয়েছে, আগামী মৌসুমে পাবেন প্রতিমনে ২৪০ টাকা। তার পরেও সরকার আপনাদের পাশে আছে,,যখন যা প্রয়োজন তা অবশ্যই করা হবে,,চাষী সংক্রান্ত সব সুযোগ করে দেয়া হবে,,তিনি বলেন আখচাষ বাড়ান,সাথে ফলনটাও বাড়ান, প্রয়োজনে সাথী ফসল করে অধিক মুনাফা অর্জন করুন। চাষীদের সাথে মত বিনিময শেষে কেরুর ডিহি কৃষি খামারে আসেন। খামারের আখ রোপন দেখেন ও অফিসে কিছু সময় কাটান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, কর্পোরেশনের সচীব চৌধুরী রুহুল আমিন কায়সার,দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর সুযোগ্যা ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মম মোশারফ হোসেন, জি এম (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুঁইয়া, মহাব্যাবস্থাপক ডিস্টিলারি রাজিবুল হাসান, কেরুজ প্রশাসন বিভাগের এডিএম ইউসুফ আলী, ডি জি এম (খামার) সুমন কুমার, ডিজিএম মাহাবুব হাসান,ডিহিকৃষ্ণপুর খামার ইনচার্জ ইমদাদুল হক, দর্শনা কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ,সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, যুগ্ন সম্পাদক মোস্তফিজুর রহমান, বিকাল চারটায় তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে দর্শনা

দর্শনায় সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষের কেরুজ চিনিকল ও বন্দর পরিদর্শন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় অবস্থিত ঐতিহ্যবাহি একমাত্র ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠান কেরু এ্যান্ড কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড ও দর্শনা স্থল বন্দর পরিদর্শন করেছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব তপন কান্তি ঘোষ।

শুক্রবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় কেরুজ ডিষ্টিলারী কারখানা পরিদর্শন শেষে গেস্ট হাউজে চিনিকল কর্মকর্তাদের সাথে কেরুজ উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের বিপণন ও বিএমআর কার্যক্রম বিষয় এবং সার্বিক পরামর্শমূলক আলোচনা করেন ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খাঁন, কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, এনডিসি মোঃ জাকির হোসেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম, দামুড়হুদা সহকারি কমিশনার ভূমি সুদীপ্ত কুমার সিংহ,কেরুজ জিএম (অর্থ) সাইফুল ইসলাম, জিএম (ডিষ্টিলারী) ফিদা হাসান বাদশা, জিএম (ফ্যাক্টরী) সুমন কুমার সাহা, জিএম (কৃষি) আশরাফুল আলম ভূইয়া, মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) শেখ শাহাব উদ্দিন,উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মাসুদ রেজা প্রমুখ।

পরে দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোষ্ট ও বন্দর পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বলেন খুব তাড়াতাড়ি এ বন্দরটি চালু হবে। এবং ভারতের সাথে বাণিজ্যিক ভাবে আমাদের ব্যাবসা দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। এ বন্দরটি চালু হলে ভারতের সাথে আমাদের সু সম্পর্ক আরও গাড় হবে।

কুষ্টিয়া চিনিকলে ২১ কোটি টাকার চিনি অবিক্রীত

কুষ্টিয়া চিনিকলে উৎপাদিত প্রায় ২১ কোটি টাকার অবিক্রীত চিনি ও চিটাগুড় গোডাউনে পড়ে রয়েছে। গত মৌসুমে উৎপাদিত এসব চিনি দীর্ঘদিন গোডাউনে পড়ে থাকায় সিংহভাগ চিনির গুণগত মান নষ্ট হওয়ার পাশাপশি বিশাল অঙ্কের অবিক্রীত এই চিনি নিয়ে মিল র্কর্তৃপক্ষ পড়েছে চরম বিপাকে।

চিনি বিক্রি করতে না পারায় মিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন-ভাতাদিসহ আনুষঙ্গিক খরচ মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া আখ চাষীদের বকেয়া কয়েক কোটি টাকাও পরিশোধ করা যাচ্ছে না। মিল কর্তৃপক্ষের কাছে আখ চাষীদের বকেয়া রয়েছে ৩ কোটি ২০ লাখ টাকা।

জানা যায়, ২০১৯-২০ আখ মাড়াই মৌসুমে মোট উৎপাদিত চিনির মধ্যে বর্তমানে ২ হাজার ২৬ মেট্রিক টন চিনি ও ২ হাজার ৩শ’ ৯৬ মেট্রিক টন অবিক্রীত চিটাগুড় মিলের গোডাউনে মজুদ রয়েছে। অবিক্রীত ওই চিনির বাজার মূল্য প্রায় ১৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকা এবং চিটাগুড়ের বাজার মূল্য প্রায় ৫ কোটি টাকা।

মজুদকৃত চিনি ও চিটাগুড় বিক্রি না করতে না পারায় আর্থিক টানাপোড়েন ও সঙ্কটে পড়েছে মিলের শ্রমিক-কর্মচারীরা। ৫/৬ মাসের বকেয়া বেতন না পেয়ে শ্রমিক-কর্মচারীরা দিনযাপন করছেন অতিকষ্টে। এদিকে ডিসেম্বর মাসের শেষদিকেই শুরু হচ্ছে মিলের ’২০-২১ মাড়াই মৌসুম। ফলে আসন্ন মৌসুমে উৎপাদিত নতুন গুদামজাত করতে গোডাউনে সংরক্ষিত গত মৌসুমের চিনি বিক্রি জরুরী হলেও ক্রেতার অভাবে কর্তৃপক্ষ তা বিক্রি করতে পারছে না।

মিলের ডিলাররাও চিনি উত্তোলন করছে না। কুষ্টিয়া চিনিকলে উৎপাদিত চিনি সংরক্ষণের জন্য ৬শ’ ৫০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি গোডাউন রয়েছে। তবে গত মৌসুমের চিনি এখনও অবিক্রীত ও গোডাউনে মজুদ থাকায় আসন্ন মাড়াই মৌসুমের উৎপাদিত চিনি গোডাউনজাত করতে স্থান সংকুলানে সঙ্কটে পড়তে হতে পারে বলে মিলের কর্মকর্তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

চিনিকল আখ চাষী কল্যাণ সমিতির সদস্য আব্দুর রহিম জানান, নানা জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতার কারণে চাষীরা আখ চাষে উৎসাহ হারাচ্ছে। মিল জোন এলাকায় আগের তুলনায় আখ চাষ কমেছে। চাষ কমে যাওয়ায় মাড়াই মৌসুমে মিলে আখের যোগান কমছে। ফলে দেশীয় চিনির সামগ্রিক চিনি উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে।

মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রাকিবুর রহমান খান জানান, অবিক্রীত চিনি ও চিটাগুড় বিক্রির চেষ্টা চলছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ সমস্যা নিরসন হবে বলে তিনি জানান।